রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২, ২০১৫

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪২৩—৪২৫	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯০৭—৯৩৭	**ক্রোড়পত্র—সংখ্যা**	
			(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
			(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৩—১১১	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	১৭—৩২	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯০৫—৯১৮		
			(৬) . . . . . ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ বৈশাখ ১৪২২/২২ এপ্রিল ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০৩.১৫-২৯৯—যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭১৩৩), সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ গত ৪-১২-২০১৪, ৬-১২-২০১৪ ও ৯-১২-২০১৪ তারিখে বেঞ্চ সহকারী (পেশকার) ব্যতিরেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে ৪টি মামলায় ডি.সি.আর বহিতে নিজ হাতে লিখে ১,৪০,০০০/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করেন। কিন্তু ডি.সি.আর এর কার্বন কপিতে টাকার অংক কম লিখে ৪টি মামলায় মোট ১,১০,০০০/- (এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা অসৎ উদ্দেশ্যে আত্মসাত করেন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭১৩৩) এখনও একজন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৮-২-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০৩.১৫-১৩৩ নং স্মারকে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০২-৩-২০১৫ তারিখ উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-৩-২০১৫ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাবে এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭১৩৩) জনান যে, ঘটনার দিন অনেকগুলো মামলায় আদায়কৃত জরিমানার টাকা অফিস সহকারী/বেঞ্চ সহায়তাকারীর নিকট রক্ষিত

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

হয়। কিন্তু অসাবধানতাবশত কয়েকটি ডিসিআর এর কার্বন কপিতে টাকার অংক লেখা বাদ পড়ে, যা পরবর্তীতে অফিস সহকারী তাঁকে অবহিত করলে তিনি তৎক্ষণাৎ টাকার অংক ডিসিআর এর কার্বন কপিতে উঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ডিসিআর এর কার্বন কপিতে বর্ণিত মামলার বিপরীতে কত টাকা জরিমানা করা হয়েছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে মনে করতে না পারায় তিনি অফিস সহকারীকে মামলা অনুযায়ী টাকার অংক বলতে বললে তিনি যা বলেন তা ডিসিআর এর কার্বন কপিতে তোলেন। টাকার অংক লেখার সময় ৪টি ডিসিআর এর কার্বন কপিতে টাকার অংক অনিচ্ছাকৃত/ভুলবশত কম লেখা হয়। অতিরিক্ত ব্যস্ততার দরুন বিষয়টি তাঁর অনিচ্ছাকৃত করণিক ভুল বলে তিনি উল্লেখ করেন যা গ্রহণযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়নি;

যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত ও মৌখিক জবাব, অভিযোগে বর্ণিত ডি.সি.আরসমূহের গ্রাহককে প্রদত্ত মূলকপি/মূল কপির ছায়ালিপি এবং সংশ্লিষ্ট ডি.সি.আর. এর মূল কার্বন কপি, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র ও ঘটনা প্রবাহ বিচার বিশ্লেষণে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গত ০৪-১২-২০১৪, ০৬-১২-২০১৪ ও ০৯-১২-২০১৪ তারিখে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দায়েরকৃত ৭৯১/১৪, ৭৯৪/১৪, ৮১১/১৪ এবং ৮১২/১৪ এ ৪টি মামলায় যথাক্রমে ডি.সি.আর নম্বর ১৯০৪৪৫, ১৯০৪৪৮, ১৪০২৫১ এবং ১৪০২৫২ এ নিজ হাতে লিখে জরিমানার অর্থ আদায়ের সময় ডি.সি.আর এর কার্বন কপিতে অসৎ উদ্দেশ্যে টাকার অংক কম লেখা এবং উক্ত ৪(চার)টি মামলায় আদায়কৃত সর্বমোট ১,৪০,০০০/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার মধ্যে মাত্র ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অবশিষ্ট মোট ১,১০,০০০/- (এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর বিধি ৬(১) অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা বিধায় তাঁর কৃত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৬(২) অনুযায়ী তিনি "শিক্ষানবিসকালে সংশ্লিষ্ট চাকরিতে বহাল থাকার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত (During the period of probation, found unsuitable for retention in the concerned Service)" হয়েছেন;

সেহেতু, একই বিধিমালার বিধি ৬(২)(এ) অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং ১৭১৩৩), এর "নিয়োগের অবসান (Termination of appointment)" করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত দণ্ডারোপের প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, উপর্যুক্ত প্রমাণিত অপরাধে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর বিধি ৬(১) অনুযায়ী বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কৃত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৬(২) অনুযায়ী তিনি "শিক্ষানবিসকালে সংশ্লিষ্ট চাকরিতে বহাল থাকার অযোগ্য হিসেবে বিবেচনায় (During the period of probation, found unsuitable for retention in the concerned Service)" একই বিধিমালার বিধি ৬(২)(এ) অনুযায়ী এ আদেশ জারির তারিখ থেকে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৭১৩৩), সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর "নিয়োগের অবসান (Termination of appointment))" করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ বৈশাখ ১৪২২/২২ এপ্রিল ২০১৫

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০১.২০১৫-১৬৫—যেহেতু, সৈয়দ ইরতিজা আহসান (১৫৩৮৬), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ গত ২০-৩-২০১৩ তারিখ হতে ৬-২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মকালীন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতিরেকে পরিষদের সভা আহ্বান করায় এবং স্থানীয় দু'জন মাননীয় সংসদ সদস্যের সাথে উপজেলা প্রশাসনের সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় বদলি করা হয়। তিনি নতুন কর্মস্থলেও স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সাথে পুনরায় বিরোধে জড়িয়ে পড়লে প্রশাসনের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে মাত্র দু'মাসের মধ্যে তাঁকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় বদলি করা হয়। শিবগঞ্জ উপজেলায় যোগদানের পর তিনি পূর্বের ন্যায় সকলের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় ব্যতিরেকে কার্য পরিচালনা করেন। উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৯-১-২০১৫ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০১.২০১৫-২৯ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ৭-৪-২০১৫ তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী বলেন, পূর্বে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনয়ন করেছেন। তবে সার্বিক বিষয়ে তিনি সর্বশেষ মতামতে "হয়তো উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা কোন কর্মচারীর সাথে ভুল বুঝাবুঝির কারণে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল" উল্লেখ করে সার্বিক বিষয় ও বর্তমান কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে সৈয়দ ইরতিজা আহসান (১৫৩৮৬)-কে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করেছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা বলেন, তিনি চেয়ারম্যানের সম্মতিতেই প্যানেল চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সভা করেন। পরবর্তীতে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হওয়ার কারণে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসকের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় ব্যতিরেকে কার্য পরিচালনা করা এবং জনবিরোধে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ সঠিক নয়। তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করেন।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি, অভিযোগ ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর মতামত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা সৈয়দ ইরতিজা আহসান (১৫৩৮৬) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। তিনি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য।

সেহেতু, সম্পূর্ণ প্রেক্ষিতের সার্বিক বিবেচনায় সৈয়দ ইরতিজা আহসান (১৫৩৮৬), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ চৈত্র ১৪২১/১২ এপ্রিল ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১১২.২৮.০০২.১৫.১০২—বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের ৪টি পদের পদনাম নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন করা হলো :

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পদনাম	পরিবর্তিত পদনাম
(১)	অফিস সহকারী	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
(২)	টাইপিষ্ট	
(৩)	ডেসপাচার	
(৪)	মেসেঞ্জার পিয়ন	অফিস সহায়ক

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সেবাষ্টিন রেমা
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/১০ জুন ২০১৫

নং ২৩.০০.০০০০.০১০.১২.০০১.৯৬-১৭১—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্বল্পমেয়াদি কমিশনপ্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) জন কর্মকর্তা স্থায়ী নিয়মিত কমিশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করায় সেনা নির্দেশিকা ৩/৮৮ এবং এ আর (আর) ১৯৮৬-এর বিধি ৬৯ ও ১৩৭ অনুসারে তাঁদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত কোর ও তারিখ থেকে স্থায়ী নিয়মিত কমিশন প্রদান করা হল :

১	২	৩	৪	৫	৬
ক্রমিক নম্বর	ব্যক্তিগত নম্বর	পদবি	নাম	আর্মস/সার্ভিসেস	স্থায়ী নিয়মিত কমিশন প্রদানের তারিখ
(১)	বিএসএস-৭৬৬১	মেজর	প্রদীপ কুমার সরকার	আরভিএন্ডএফসি	২৯ এপ্রিল ২০১৫
(২)	বিএসএস-৭৭৯৯	ক্যাপ্টেন	মোঃ এনামুল হক	আরভিএন্ডএফসি	২৯ এপ্রিল ২০১৫
(৩)	বিএসএস-৭৮০২	ক্যাপ্টেন	মোঃ মোশাররফ হোসেন	আরভিএন্ডএফসি	২৯ এপ্রিল ২০১৫
(৪)	বিএসএস-৭৮০৩	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম খান	আরভিএন্ডএফসি	২৯ এপ্রিল ২০১৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শামীম আল মামুন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৮ জুন ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-২৯/৯৫(অংশ)-৩৪২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ অলিউল্লাহ ভূঁইয়া, পিতা মোঃ ওবায়দুল হক ভূঁইয়া, মাতা মোসাঃ সাজেদা বেগম, গ্রাম মধ্যম আশ্রাফপুর, ডাকঘর কুমিল্লা-৩৫০০, উপজেলা সদর দক্ষিণ, জেলা কুমিল্লা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ২১ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

মোঃ জাহিদুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।